MAR. 1 8 2[illegible]

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ... ৮....

হাজারীর ক্যাডাররা জ্বালিয়ে দিয়েছে কিন্ডার গার্টেন স্কুল

জয়নাল হাজারীর ক্যাডাররা গতকাল শনিবার ভোরে দাগনভূঞা থানার একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুল জ্বালিয়ে দিয়েছে। দাগনভূঞা থানার ওসি আমিরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। ইউএনবি।

ঘটনার পর ফেনীর এডিসি আবুল কাশেম মাসুদ ও এএসপি মোশাররফ হোসেন পুড়ে যাওয়া স্কুল দেখতে যান এবং স্থানীয় গ্রামবাসীকে আশ্বাস দেন, দায়ী ব্যক্তিদের অবশ্যই ধরা হবে। গ্রামবাসী জানিয়েছেন, প্রায় ২৫ সদস্যের একটি সন্ত্রাসীদল রাত আনুমানিক ২টার দিকে সেমি-পাকা স্কুলটিতে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। স্থানীয় লোকজন আগুন নেভাতে এলে সন্ত্রাসীরা বোমা বিস্ফোরণ ও ফাঁকা গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। ভোর ৪টা পর্যন্ত আগুনে স্কুলটি ছাইভস্মে পরিণত হয়। ১০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এমজিবি (মিনা গাজী ভুঁইয়া) কিন্ডার গার্টেন স্কুলে অন্তত ৪শ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করত।

দাগনভূঞা থানা বিএনপি সভাপতি দেলোয়ার হোসেন এবং তার পরিবারবর্গ এ স্কুলটি পরিচালনা করতেন। গত ১০ই মার্চ তিনি স্কুল আঙিনায় দলের একটি কর্মিসভার আয়োজন করেন। এ ঘটনায় জয়নাল হাজারী ক্রোধান্বিত হতে পারেন বলে তিনি জানান। দেলোয়ার হোসেন এ ব্যাপারে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি

হাজারী ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

হাজারী ঃ জ্বালিয়ে দিয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

(জিডি) করেছেন বলে জানান।

গ্রামবাসী অভিযোগ করেছেন, গত ১৪ই জানুয়ারি জয়নাল হাজারীর ক্যাডাররা স্থানীয় সুলতান মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের একটি নির্মাণাধীন ভবনও গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ওই স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জয়নাল হাজারীকে দাওয়াত না দেয়ার কারণেই তারা এ ঘটনাটি ঘটায় বলে এলাকাবাসী জানান। গ্রামবাসী আরও অভিযোগ করেছেন, গত ৪ বছরে দাগনভূঞা থানার ৪টিসহ ফেনী জেলার অন্তত ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগুন দিয়েছে, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা।